66086 - যনিি পরদনি সফর করবনে বধিায় রোযা না-রাখার নয়িত করছেনে; কন্িতু পরে সফরে যাওয়া হয়নি

প্রশ্ন

প্রশ্ন :
এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে রোযা না-রাখার নয়িত করছেনে। ফজর হওয়ার পর তনিি তার সফর বাতলি করছেনে; কন্িতু রোযা ভঙ্গকারী কোন বষিয়ে লপ্িত হননি। এক্ষত্রেে তার হুকুম কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ক্বুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা এর দলীল দ্বারা প্রমাণতি হয় যে, একজন মুসাফরি রমজানে রোযা ভঙ্গ করতে পারে। তবে তাকে সম সংখ্যক রোযার কাযা করতে হবে।আল্লাহ তা'আলা বলনে:

[وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [2 البقرة : 185)

"আর কউে অসুস্থ থাকলকেংিবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

যে ব্যক্তি তার নজি শহরে অবস্থান করছনে এবং সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করছেনে তনিি নজি শহররে বাড়ঘিররে সীমানা অতক্রিম করার আগ পর্যন্ত 'মুসাফরি' হসিবেে গণ্য হবনে না। তাই শুধু সফররে নয়িযত করলইে মুসাফরিরে অবকাশসমূহ (রোখসত) যমেন- রোযা ভঙ্গ করা,সালাত সংক্ষপ্িত করা ইত্যাদি গ্রহণ করা হালাল নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসাফরিরে জন্য রোযা ভঙ্গ করা বধৈ করছেনে। নজি শহর অতক্রিম না করা পর্যন্ত কউে 'মুসাফরি' বলে গণ্য হবে না।

ইবনে ক্বুদামাহ'আল-মুগনী' (৪/৩৪৭) গ্রন্থে 'যে ব্যক্তি দনিরে বলোয় সফর করনে তনিি রোযা ভঙ্গ করতে পারবনে' উল্লখে করার পর বলছেনে: "যখন এটি সাব্যস্ত হল তখন তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়যে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তনিি তার শহররে ঘরবাড়ি পছিনে ফলেে আসনে। অর্থাৎ আবাসকি এলাকা অতক্রিম করে এর ভবনসমূহ থকেে দূরে চলে আসনে।" তবে হাসান (রহঃ) বলছেনে: "যদেনি তনিি সফর করতে চান সদেনি তনিি চাইলে তার নজি বাড়তিইে রোযা ভঙ্গ করতে পারনে।"একই রকম অভমিত আত্বা (রহঃ) হতওে বর্ণতি আছে। এ ব্যাপারে ইবনে ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ)বলছেনে: হাসান (রহঃ) এর বক্তব্যটি বরিল। নজি শহরে থাকা অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা কারো জন্য জায়যে নয়।

কয়িাস দ্বারা অথবা কুরআন-হাদসিরে দলীল দ্বারা এটাকে জায়যে করা যায় না। হাসান (রহঃ) হতে বপিরীতধর্মী বক্তব্যও বর্ণতি আছে।”

এরপর ইবনে ক্বুদামা বলনে:“আল্লাহ তা’আলা বলছেনে :

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ](البقرة : 185 2)

“তোমাদরে মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থতি আছে, সে যনে এতে রোযা পালন করে।”[সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫] অর্থাৎ যে ব্যক্তি شَاهِد এখানে شَاهِد মানে- (حاضر لم يسافر) যনিি উপস্থতি আছনে, সফর করনেনি। নজি শহর থকেে বরে না-হওয়া পর্যন্ত তনিি মুসাফরি হসিবেে গণ্য হবনে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তনিি নজি শহরে অবস্থান করছনে ততক্ষণ পর্যন্ত মুকমিরে(স্বগৃহঅেবস্থানকারীর)হুকুমসমূহ তার উপর বর্তাবে। তাই তনিি সালাত সংক্ষপ্তি করবনে না”। সমাপ্ত

শাইখ ইবনে ‘উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি:

এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যনিি সফররে নয়িযত করছেনে এবং অজ্ঞতাবশতঃ নজি গৃহে থাকতইে তনিি রোযা ভঙ্গে ফলেছেনে, তারপর সফরে বরে হয়ছেনে - তার উপর কাফফারা দয়ো কি ওয়াজবি?

তনিি উত্তরে বলনে : “তার জন্য নজি বাড়তিে রোযা ভঙ্গ করা হারাম। কন্তিু তনিি যদি সফরে বরে হওয়ার ঠকি আগ মুহূর্তে রোযা ভঙ্গে থাকনে তাহলে তাকে শুধু রোযা কাযা করতে হবে।”সমাপ্ত [ফাতাওয়াআস-সয়িাম (পৃঃ১৩৩)]

আশ-শারহুল-মুমত্বি (৬/২১৮) গ্রন্থে তনিি বলছেনে :

“রাসূলরে সুন্নাহ ও সাহাবীগণ হতে বর্ণতি বাণীসমূহে রয়ছেে যে,কেউ দনিরে বলো সফর করলে রোযা ভঙ্গ করতে পার।ে এক্ষত্রেে তার নজি গ্রাম ছড়েে যাওয়া শর্ত কনিা? নাকসিফররে দৃঢ় সংকল্প নয়িে বরে হলইে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে?

উত্তর: সলফে সালহেীন (সাহাবী, তাবঈি ও তাবে-তাবঈি) হতে এ ব্যাপারে দুইটি মত বর্ণতি হয়ছে।েআলমেগণরে মধ্যে অনকেে এ মত পোষণ করনে য,ে কউে যদি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নয়িে শুধু বাহনে আরোহণ করা বাকি থাক,ে তাহলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়যে। এ ব্যাপারে তাঁরা আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু হতে উল্লখে করনে য,ে তনিি এমনটি করতনে।আপনি যদি আয়াতে কারীমাটি পর্যালোচনা করনে তাহলে দখেবনে য,ে এ মতটি শুদ্ধ নয়। কারণ সে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত মুসাফরি হয়নি, তনিি এখন পর্যন্ত মুক্বীম (স্বদশেে অবস্থানকারী ব্যক্তি) রয়ছেনে। এর উপর ভত্তিি করে বলা যায়, তার জন্য নজি গ্রামরে বাড়ঘির অতক্রিম না করা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়যে নয়।

অতএব সঠকি মত হল, সে নজি এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করবে না। এ কারণে নজি শহর থকেে বরে না

হওয়া পর্যন্তসালাত সংক্ষপ্তি করা বধৈ নয়। একই ভাবে নজি এলাকা থকেে বরে না হওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা জায়যে নয়।”সমাপ্ত[সংক্ষপ্তি ও কছিুটা পরমিার্জতি]

এর উপর ভত্তিি করে বলা যায়, যে ব্যক্তি রাত থাকতইে সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করছেনে তার জন্য রোযা ভঙ্গকারী হসিবেে দনি শুরু করা জায়যে নয়। বরং তাকে রোযার নয়িত করতে হবে। এরপর দনি শুরু হলে তনিি যদি সফর করনে এবং তার নজি গ্রামরে বাড়ঘির অতক্রিম করনে তখন রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য জায়যে হবে।

মোদ্দা কথা,যে ব্যক্তি পরদনি সফর করার সদ্ধিান্ত নয়িছেনে বধিায় রাতে রোযার নয়িত করনেনি তনিি ভুল করছেনে। এক্ষত্রেে তাকে সইে দনিরে পরবির্তে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। যদি ধরওে নওেয়া হয় যে, পরদনি তনিি সফর করনে।ি কারণ তনিি রাত থাকতে রোযার নয়িত করনেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:

مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود (2454) والترمذي (730) وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

“যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোযার নয়িযত করনেি তার রোযা হবে না।”[হাদসিটি আবু দাউদ (২৪৫৪) ও তরিমযিী (৭৩০) বর্ণনা করছেনে এবং আলবানীসহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহীহ বলে চহ্নিতি করছেনে।]এই ব্যক্তযিদি সফর করতে না পারনে তারউচতি হবে এই মাসরে সম্মানার্থে দনিরে অবশষ্টিাংশ রোযা ভঙ্গকারী সকল বষিয় (মুফাত্তরিাত) থকেে বরিত থাকা। কারণ তনিি শরয়িত অনুমোদতি ওজর (অজুহাত) ছাড়াই রোযা ভঙ্গ করছেনে।[আশ্-শারহ আল-মুমত্ব(৬/২০৯)]

তাই প্রশ্নকারীর উচতি আল্লাহর কাছে আন্তরকিভাবে মাফ চাওয়া এবং তনিি যা করছেনে তা থকেে তওবা করা এবং সইে দনিরে রোযা কাযা করা।

আল্লাহই সবচয়েে ভালো জাননে।